APR 17 2002

যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৪ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সে ভর্তির প্রক্রিয়া নিয়ে বিভ্রান্তি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। দেশব্যাপী অনার্স কলেজে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা কোন কলেজে বা কোন বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। এজন্য

বিভ্রান্তি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

বিভ্রান্তি : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। অবশ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছেন, উদ্বেগের কারণ নেই। এক কলেজে কাঙ্ক্ষিত বিষয় না পেলে অন্য যে কোন কলেজে শূন্য আসনে মেধাক্রমের ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ মিলবে। অন্যদিকে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ এই নতুন 'ভর্তি' প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি অনার্স কলেজে ভর্তির জন্য প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় লক্ষাধিক আবেদনকারীর মধ্যে ৯৪ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ৮৩ হাজার ৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। মোট ৩১টি বিষয়ে আসন সংখ্যা রয়েছে ৮২ হাজার। পরীক্ষার ফল গত ১৫ এপ্রিলের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে টানিয়ে দেয়া হয়েছে। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা সংশিষ্ট কলেজ থেকে 'চয়েস ফরম' সংগ্রহ করে সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ে ভর্তির অনুমতি চাইবে। ভাইভার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে শূন্য আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। একটি কলেজে ভর্তি হতে না পারা শিক্ষার্থীদের ছাড়পত্র ইস্যু করা হবে যা দেখিয়ে তারা মেধাক্রমের ভিত্তিতে যে কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান জানান, নতুন পদ্ধতিতে একটু অস্পষ্টতা রয়েছে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হলেও এটা সহজ এবং সুবিধাজনক পদ্ধতি। ভর্তি প্রক্রিয়াকে সময় উপযোগী বলে উল্লেখ করে ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল দিলারা হাফিজ জানালেন, এখন কোন তদবির বা চাপ প্রয়োগের সুযোগ নেই। যোগ্য শিক্ষার্থীরাই ভর্তির সুযোগ পাবে। ছাত্রীদের জন্য কাঙ্ক্ষিত এ কলেজে ভর্তির জন্য প্রায় সাত হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ হাজার ১৫১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। আর এদের মধ্য থেকে ২০টি বিষয়ে মোট তিন হাজার ২৮০ জন ভর্তির সুযোগ পাবে। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হাফিজ উদ্দিন জানালেন, পরীক্ষা ফেয়ার হলে যোগ্য ছেলেমেয়েরা ভর্তির সুযোগ পাবে। ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণে এবার ঝামেলা পোহাতে হয়নি। যেসব কলেজ আগে শিক্ষার্থী পেত না এখন তারা অনেক ছাত্রছাত্রী পাবে।

ঢাকা কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে রংপুরের সামসুদ্দোহা। সে বলল, 'আমি কোনভাবেই বুঝতে পারছি না কি ভাবে বিষয় বাছাই করব। এখানে ভর্তি হতে না পারলে কোথায় পড়তে যাব।' বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক বা কর্মকর্তারাও এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নতুন পদ্ধতিতে তদবির এবং দুর্নীতি হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হলেও ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা কাটেনি। নামি-দামি কলেজগুলোতে সব ভাল ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কলেজগুলোতে নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে। ফলে ওইসব কলেজে ভাল ফলাফলের সম্ভবনা কম থাকবে।